খিলাফার   চাদর

আবু কাতাদা ফিলিস্তিনির লেখা অবলম্বনে
অনুবাদ আলি হাসান

খিলাফাহ একটি বাস্তবতার নাম।

খিলাফাহ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি টেকনিকাল পরিভাষার নাম। এটা নামাজ, রোযা, হজ্বের মত পালন করা হয় না। আলেমরা বলেন, "ইমামের কাজ নির্ভর করে তার অধিনে থাকা মানুষের ফায়দার উপর।" এর মানে ইমামের কর্ম তার অধীনস্থ লোকদের লাভের জন্য হয়ে থাকে, যখন এই লাভ অনুপস্থিত থাকবে তখন তা চলে যাবে।

বর্তমানে খিলাফাহর দাবি নিয়ে আসা (দাওলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক ওয়াশ শাম) মানুষকে কতটুকু ফায়দা দিতে পারছে? মানুষের জীবন ধারনের প্রধান একটি প্রয়োজনীয়তা 'নিরাপত্তা', তা কি তারা রাক্কা, মসুল, তিকরিত সর্বোপরি ইরাক ও সিরিয়ায় দিতে পারছে? ইরাক ও সিরিয়াতেই যেখানে তাদের বেইস, সেখানে মানুষকে নিরাপত্তা (ফায়দা) দিতে পারছে না তাহলে তো তাদের ইমারাহই নেই। আর বাকি দুনিয়ার মুসলমানদের উপর খিলাফাহ অর্ডার আর খলিফার ছড়ি ঘোরানো কি অন্যায় নয়? এই দাবি তো মুসলিমদের উপর পরিস্কার জুলুম!

আসলে খিলাফাহ কোন তত্বগত পরিভাষা নয়। অস্তিত্বহীন কিছুর মাঝে এর পরিভাষা লাগিয়ে শরিয়ার দলিল দিয়ে বাস্তব করে দেয়া অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের দাওলাহর ভাইয়েরা যার অস্তিত্ত নেই সেটাকেই জোর করে অস্তিত্ব দিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

'খিলাফাহ, ইমামাহ এবং ইমারাহ এর বাস্তব অবস্থা রয়েছে। এই বাস্তবতা যা এর উদ্দেশ্য; যদি তা পূর্ণ না হয়, অথবা তা চলে যায় তাহলে শরিয়াহর এসব পরিভাষাও চলে যায়।

খিলাফাহর শর্তের বাস্তবতা যদি থাকে না এমতাবস্থায় কেউ নিজেদেরকে যদি খিলাফাহ নাম দেয় আর নিজেদেরকেই একমাত্র মুসলিম সমাজ (খিলাফাহ) মনে করে তাহলে এদের চিন্তাভাবনা আর পদ্ধতি শিয়া রাফিদিয়াদের সাথে মিল খায়। রাফিদিয়ারা অনুপস্থিত ও অবাস্তব একজনকে ইমাম হিসেবে মেনে শরিয়ার রুলস তার জন্য এপ্লাই করে।

খারেজিদের সাথে তাদের মিল পাওয়া যায় যখন তারা বলে যারা তাদের খলিফাকে বায়আহ দিবে না তারা কাফের। অথবা যারা তাদের সাথে সহমত করে না তারাও।

আর যারা বলে বাস্তবতার এই কন্ডিশন শরিয়াহ দ্বারা প্রমাণিত নয় আর এর দলিল হিসেবে রাসূল সা. এর এই হাদীস নিয়ে আসেন "কুল্লু শারতিন লাইসা ফি কিতাবিল্লাহ ফাহুওয়া বাতিলুন" অর্থ্যাত প্রত্যেক শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই বাতিল। তাদেরকে বলব শরিয়া নিয়ে আরবকটু পড়ালেখা করার জন্য এবং মাথা গরম না করার জন্য

যখন সিরিয়ায় ফিতনা শুরু হল। আলেমরা সেখানে গেলেন। সবাইকে বললেন আসুন একসাথে বসে বিষয়টার সমাধান করি। দাওলাহ (আইএস) তা মানলো না। তারা বলল আমরা নিরপেক্ষ শরিয়া কোর্ট হলে যাব। নিরেপেক্ষ শারিয়া কোর্ট হল। তারা এল না। তাদের বাহানা ছিল সকলে আমাদের কোর্টে এসে সাবমিট কর তারপর বিচার হবে! কারন আমরা একটি রাষ্ট্র আর বাকিরা দল। ছোটখাট!!

আচ্ছা একটি মুসলিম রাষ্ট্র মাঝখানে নিরপেক্ষ জাজ রেখে অন্য একটি ছোট দলের সাথে কি বসতে পারে না? অবুশ্যই পারে। আল্লাহ বলেন : "ওয়া ইন তাইফাতানে মিনাল মু'মিনিনা..... আয়শা রা. এর করা এ আয়াতের ব্যাখ্যাটা দেখে নিবেন।

আর সবার জানা বনী কুরায়ার ইহুদীদের ব্যাপারে রাসূল সা. এর সা'দ ইবনে মুয়ায রা. এর ফয়সালা মেনে নেয়ার কথা।

খলিফায়ে রাশিদ আলী রা. কি করেছিলেন। তিনি কি আরেকদল মুমিনের রক্ত ঝরাতে উম্মুখ ছিলেন? না বরং তিনি তার এবং মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যকার বিচার অনুষ্টান মেনে নিয়েছিলেন।

আর এখন কেউ বলছে আমরা ষ্টেইট। আমরা দাওলাতুল ইসলামিয়্যা। আমরা কিভাবে নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে যাব!

খিলাফাহ ঘোষণার পর এর কন্ডিশন পূর্ণ করা হয় না বরং কন্ডিশন পূর্ণ করার পর খিলাফাহ ঘোষিত হয়।

রাসূল সা. বলেন "ইমাম হলেন ঢালস্বরুপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়।

আর এই ঢাল মানে শক্তি ও নিরাপত্তা এর সরঞ্জাম ছাড়া আসে না। এগুলো হল 'শাওকাহ ও 'তামকিন। হাদীসে ইমাম হতে হলে দুটি বিষয় আগে অর্জন করতে বলা হয়েছে।

১) তার পেছনে যুদ্ধ করা হয়।

২) তার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়।

হাদীস অনুসারে তাকে মানা হয় "তার পেছনে যুদ্ধ করা হয়" এর মাধ্যমে। সুতরাং অবৈধভাবে তাকে গ্রহণ করা হয়নি। এবং তার উপর মানুষের অধিকার রয়েছে কারন "তার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়।" আর জানা কথা নিরাপত্তা তার কাছেই চাওয়া হয় যার সেটা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সবাই জানে তিনি দিতে পারবেন। আর তাহলেই ইমামের বাস্তব পরিভাষা তার উপর আসবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া মিনহাজুস সুন্নাহর ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেন যে; নেতৃত্ব হল জাতি ও নেতার মধ্যকার একটি কন্ট্রাক্ট। আর শরিয়া ও বাস্তবে কন্ট্রাক্টে দুটি পার্টি থাকে। কন্ট্রাক্টের জন্য একজন কর্তা ও একটি ফরম তাকবে। এগুলো হল কন্ট্রাক্টের স্তম্ভ যা আমাদের আলেমরা তাদের বইয়ে লিখে গেছেন। সুতরাং যখন এই কন্ট্রাক্ট তার স্তম্ভ থেকে বিচ্যুত হবে কিংবা তার উদ্দেশ্য থেকে সরে যাবে তখন এটা বাতিল হয়ে যাবে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কথা সেটাই নির্দেশ করেছে যে নেতৃত্ব আল্লাহ তৈরি করে দেন না, বরং তা মানুষের দ্বারা তৈরি হয়। এমনকি তার কথা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহও সা. যদি একজনকে ইমাম বানানোর জন্য নির্দেশ দেন এবং জাতি এর বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য আরেকজনকে বায়আহ দিয়ে দেয় তাহলে যাকে বায়আহ দেয়া হয়েছে তিনিই ইমাম হবেন। কারন জাতির এই আনুগত্যহীনতার পরও ইমামের উদ্দেশ্য তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর তাই এ বিষয় পরিস্কার যে ইমাম মানুষের দ্বারা সেট আপ করা হয়। এটা অন্যান্য কন্ট্রাক্টের মতই আরেকটি কনট্রাক্ট। এতে অবশ্যই শর্ত ও উদ্দেশ্য থাকবে, না থাকলে তা অর্থহীন। যেমন কেউ যদি একজন মহিলার সাথে এই কন্ট্রাক্ট করে যে তার সাথে মিলন করবে না তাহলে বিবাহের অর্থ আর এর উপর থাকে না এবং তার কন্ট্রাক্ট কোন ভ্যলূ রাখে না।

আর কন্ট্রাক্টের কর্তা শরিয়া আইন প্রতিষ্টা করবে, সমাজকে নিরাপত্তা দিবে এবং জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর পথে ডাকবে। এগুলো হল কন্ট্রাক্টের উদ্দেশ্য। আর এগুলো তার সরঞ্জাম যাকে শর্ত বলা হয়, ছাড়া তা প্রতিষ্টিত হবে না। না জানার কারনে অনেকেই যা অস্বীকার করে।

হাদীস "ইন্নামাল ইমামু জুন্নাহ অর্থাত নিশ্চয়ই ইমাম হলেন ঢালস্বরুপ। এটা ঐ বক্তব্যের মত যেমন রাসূল সা. বলেন "আল হাজ্জু আরাফাতুন অর্থ্যাত হজ্জ হল আরাফা।
এবং "ইন্নামা শব্দ একটি পার্টিকল যা রেস্ট্রিক্টশন ও লিমিট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কাউকে বায়আহ দেয়ার পর সে যদি ঢাল মানে নিরাপত্তাদাতা হতে পারে না তখন তার উপর থেকে ইমামের তকমা চলে যায়

মুসলিমদের সম্মতি বায়আর শর্ত।

যেহেতু বায়আ দেওয়ার মাধ্যমে নেতৃত্বে সম্মতি দেয়া হয় বা অনুমোদন করা হয় সুতরাং আমাদেরকে উমর রা. এর বক্তব্য মনে করা উচিত যা সহিহ বোখারীতে এসেছে

من بايع رجًلا ِمن غير مشورٍة ِمن المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتلاَ"

অর্থ্যাত যে কেউ মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আনুগত্যের বায়আহ দিবে, তাহলে তাকে বায়আহ দেওয়া হবে না এবং যে তাকে বায়আহ দিয়েছে তাকেও বায়আহ দেয়া হবে না। তাদের দুজনকেই হত্যা করা হবে।" অন্য শব্দে এসেছে "তাকে অনুসরণ করা হবে না"।

সুতরাং বড় নেতৃত্বের জন্য সম্মতি অর্জন করা শর্ত। এটা তার বক্তব্য "মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া" অনুসারে।

এছাড়া আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি উম্মাহর সম্মতিকে ইমামের বায়আহর জন্য একটি শর্ত মনে করতেন। যখন তারা এর জন্য সমবেত হলেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, "হে আলী, আমি এ ব্যাপারে মানুষের মতামত অনুসন্ধান করেছি এবং উসমানের প্রতি তাদের যে মত সেটার সমপর্যায়ের আর কারো প্রতি তাদের মত পাইনি। অতএব স্বয়ং তোমার নিজের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন পথ অবলম্বন করো না।" এখানে পরিস্কারভাবে তিনি মানুষের মতামতকে বিচারক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আর অনেকেই আবু বকর রা. এর ঘটনা নিয়ে হয়ত ভিন্নমত করবেন কারন তার বায়আহ ভিন্ন অবস্থায় হয়েছিল। এ বিষয়টা বুঝতে পেরে উমর রা. বলেছিলেন "এটা একটা অপ্রত্যাশিত ভূল যার মধ্যকার মন্দকে আল্লাহ প্রতিহত করেছেন"। অর্থ্যাত আল্লাহ সিদ্দিকে আকবারের সম্মানে এর মধ্যকার খারাপকে দূর করেছেন। আল্লাহ তার উপর রাজি হোন এবং সকল সাহাবাদের উপরও রাজি হোন। এটা আসলে তার সা. এর বক্তব্যেরই পরিপূর্নতা ছিল "আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনগণ অসম্মতি জানাবে (আবু বকর ছাড়া আর কারো নেতৃত্বকে)"। সুতরাং স্বর্গীয় সম্মতির মিলন ঘটেছিল এই ঘটিত নিয়তির সাথে।

মুসলিম উম্মাহ হল ইমামের ক্ষমতা বা শক্তি।

খিলাফাহর জন্য করা এই চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট একধরনের প্রতিনিধিত্ব বা এজেন্সি কন্ট্রাক্টের মত। অর্থ্যাত উম্মাহ একজন লোককে তাদের এজেন্ট নিয়োগ দান করে যিনি নেতৃত্বের দায়িত্ব আদায় ও শাসনের খাতিরে একজন ইমাম হিসেবে কাজ করবেন। কারন আইন প্রতিষ্টা করাকে কোরআন তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছে। আল্লাহ বলেন:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। (৫:৪৭)

যেহেতু এটা সকলের জন্য অসম্ভব, তাই তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের প্রয়োজন পুরনের জন্য নিযুক্ত করে। আর এই চুক্তির আলোকেই ইমাম উদ্দেশ্য পুরনের প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করেন। অতএব মুসলিম উম্মাহ হল তার শক্তি এবং ক্ষমতা।

যেহেতু সমাজে ঠিকে থাকতে হলে বিজ্ঞ অথরিটি সেটআপ করতে হয় যারা উম্মাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের বিভিন্ন বিষয় ও ইস্যু সামাল দিবে অতএব এই প্রতিনিধিরা হবেন জ্ঞানের অধিকারী, হিকমার অধিকারী ও শক্তির অধিকারী। আর এরাই হলেন তারা যাদের সাথে শুরা (পরামর্শ) করা হয় এবং যারা সিদ্ধান্ত দেন (আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ)। অতএব বুঝা গেল উম্মাহ তার নিজের বিষয় নিজেই সমাধান করবে। এবং বিষয়টার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা উম্মাহর হাতের উপরই নির্ভর করে। অন্য কারো হাতে নয়।

সুতরাং তারা যদি তাদের এই প্রতিনিধিত্ব ইমাম কিংবা আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ এর কাছ থেকে তুলে নেয় তখন তাদের এই উপাধী বা খেতাব আর এর অর্থ বহন করে না। তখন ইমাম কিংবা আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ এই উপাধীর জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যান। আর এটাই হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর দ্বীনের মধ্যকার নেতৃত্বের বিষয়টা।

জোড়পূর্বক ক্ষমতা দখল মৌলিক কোন শর্ত নয়।

আরো কিছু ইস্যু যা ফিকহের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের বিষয়। আসলে এটা মৌলিক কোন শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারনে এর চর্চা গ্রহণ করা হয় না। হ্যা তবে যদি কোন সময় জোর জবরদস্তির মাধ্যমে লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে অনুমতি আছে নেতৃত্বের মধ্যে আরো দুর্দশা না আনার জন্য সম্মতিদানের। এবং জানা কথা এধরনের অবস্থা হল বিরাট পরিক্ষা যার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি অস্তিত্বে সমাজ ও রাষ্ট্রে রক্ত প্রবাহিত হয়।

কেউ যদি এই বায়আহ না দেয়া বা ছাড়ার কারনে কাউকে হত্যার অনুমোদন দেয় তাহলে সে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে। এবং এই কারনে অথবা এর উপর ভিত্তি করে কাউকে যদি কাফের ঘোষণা দেয় তাহলে সত্যিই সে হবে জাহান্নামের কুকুর। যেমন তারা যদি বলে তাদের নেতৃত্বকে বায়আহ দেওয়া এই দ্বীনের একটি বুনিয়াদ। -----

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন। (৮:৭২)

এবং তিনি আরও বলেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। (৯:৭১)

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরআন ঈমানদারদের দুটি জোট বা মৈত্রির কথা বলেছে। প্রথমটি হল ঈমানের কারনে মৈত্রিতা যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। (৯:৭১)

আর দিত্বীয় জোট হল রাজনৈতক মৈত্রিতা। আজকের যুগে যাকে ন্যাশনালিটি বলা হয়। অতএব ইসলামিক রাষ্ট্রের ন্যাশনালিটি দুই শর্তের উপর। এক: ইসলাম দুই: হিজরাহ। আর একটি বায়আহর জন্য এ দুটি তার মধ্যে থাকা জরুরী। প্রথম আয়াত এই মৈত্রিতার রুলস বলেছে। তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করেছে।

(ক) এটা সেসব লোকের ঈমান প্রমান করে যারা হিজরাহ করেনি। সর্বশক্তিমানের বক্তব্যে

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا

আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি। (৮:৭২)

(খ) এটা একটা দলিল। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের জিহাদে সহোযোগিতা বাধ্যতামূলক।

(গ) এটা একটা দলিল। ফিক্বহের শর্ত অনুযায়ী তা মুশরিকদের সাথে শান্তিচুক্তির অনুমতি দেয়। তিনি সর্বশিক্তিমান বলেন:

إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে তাদের মোকাবেলায় নয়। (৮:৭২)

(ঘ) এটা একটা দলিল। ঈমানদার দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কারনে বিভক্ততার সম্ভাবনা রয়েছে। যা প্রথম আয়াতে পরিস্কার। এবং যেসব দল আমন্ত্রণ পেয়ে জিহাদের জন্য হিজরাহ করে তাদের জন্য এই আয়াত দলিল। আল্লাহ বলেন:
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। (৮:৭২)

এটা হল নেতৃত্বের কাজ। তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া। তবে বিধানদাতা এটা সেসব দলের জন্যও অনুমোদন করেছেন যারা ইমামের অথরিটির বাইরে। সহিহাইনে বর্ণিত আবু বসির রা. এর ঘটনা এর সাক্ষ্য বহন করে। যা ঘটেছিল হুদাইবিয়ার চুক্তির পর। এতে বলা হয়েছে, "এরপর রাসূল সা. মদিনায় ফিরে এলেন। এসময় কুরাইশদের এক ব্যক্তি যার নাম আবু বসির মুসলিম হয়ে তার কাছে এলেন। তখন তারা দুই ব্যক্তিকে পাঠাল তাকে (আবু বসির) ফেরত চেয়ে ও তারা বলল, "আমাদের সাথে চুক্তি অনুসারে - এই দু'ব্যক্তির সাথে তাকে ফেরত পাঠান"। অতএব এ দুজন তাকে নিয়ে ফেরত যেতে লাগল। তারা যুল হুলায়ফায় পৌছে যাত্রাবিরতি দিল এবং খেজুর খাওয়া শুরু করল। আবু বসির তখন তাদের একজনকে বললেন "আল্লাহর শপথ, তোমার তলোয়ার...... নিখুত"। ঐ ব্যক্তি তখন তার তলোয়ার খাপমুক্ত করে বলল, "হ্যা, আল্লাহর কসম, এটা সত্যিই নিখুত। আমি তা বারবার ব্যবহার করেছি।" তখন আবু বসির তাকে বললেন, "আমাকে দেখাও। দেখিতো তা কেমন"। যখন তিনি তলোয়ার ধরতে পারলেন তাকে হত্যা করলেন। অন্যজন তখন পালিয়ে মদীনায় এল এবং দৌড়ে মসজিদে প্রবেশ করল। যখন রাসূল সা. তাকে দেখলেন তিনি বললেন "নিশ্চয়ই এ ব্যাক্তি ভয়ানক কিছু দেখেছে"। সে রাসূল সা. এর কাছে এসে বলল "আমার সাথীকে হত্যা করা হয়েছে, আল্লাহর কসম, এবং আমাকেও হত্যা করা হবে।" তখন আবু বসির এলেন এবং বললেন "হে আল্লাহর রাসূল আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। আপনি তাদের সাথে আমাকে প্রেরণ করেছেন তারপর আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন।" রাসূল সা. তখন বললেন, "হায় যদি এর সাথে আর কেউ থাকত......। যখন তিনি তা শুনলেন বুঝতে পারলেন তাকে রাসূল সা. আবার ফেরত পাঠাবেন। তখন তিনি বেরিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চলে গেলেন। তিনি বলেন "আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল পালিয়ে আবু বসিরের সাথে যুগ দিলেন..... এবং তারা আস্তে আস্তে একটি গ্রুপ হয়ে গেলেন। এবং আল্লাহর শপথ, তারা শামের পথের কুরাইশদের এমন কোন যাত্রীদলের কথা শুনত না যাদেরকে তারা আক্রমন করেনি, হত্যা করেনি এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়নি"।

সুতরাং হাদীসটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছে।

(১) প্রথম আয়াতে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের যে কারন বর্ণিত হয়েছে এগুলো ছাড়াও মুসলিমদের রাজনৈতিক মতপার্থক্যের আরো কারন রয়েছে। আর তা একটি চুক্তির প্রতি যখন একদল মুসলিম অনুগত তখন তারা ছাড়া অন্যদের উপর তা মানা বাধ্যতামূলক নয়। আর এখানে আবু বসির মদীনার লোকজন থেকে আলাদা হয়ে আরেকটি গ্রুপ হয়ে ইমাম ও জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন।

(২) ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কিছু ফতওয়ায় এই হাদীস দলিল হিসেবে এনেছেন যাতে বলেন মুসলিমদের একজন রাজার অবিশ্বাসীদের সাথে করা চুক্তি যা সে মেনে চলছে তা অন্য মুসলিম রাজার জন্য মান্য করা বাধ্যতামূলক করে না।

(৩) অতএব যখন প্রথম দলকে অনুমোদন দেয় চুক্তি মেনে চলতে যা নিষিদ্ধ করে অন্যদের সাথে দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ করতে, তখন দিত্বীয় দল সন্দেহাতীতভাবে তা চালিয়ে যায়।

উপরের সমস্ত বিভক্ততা মৌলিক নীতির বিপক্ষে যায়। কিন্তু বেচে থাকা বা ঠিকে থাকার বাস্তবতায় তা করতে বাধ্য করে যা আমরা দেখলাম। অন্যথায় বুনিয়াদি নীতি হল আল্লাহর বক্তব্য
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (৩:১০৩)

--এই সমস্ত কিছু প্রমাণ করেছে মুসলিমদের উপর সবসময়ের জন্য একটি আনুগত্যের বায়আহ বাধ্যতামূলক করা ভূল। আর কেউ যদি এই বায়আহ না দেয়া বা ছাড়ার কারনে কাউকে হত্যার অনুমোদন দেয় তাহলে সে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে। এবং এই কারনে অথবা এর উপর ভিত্তি করে কাউকে যদি কাফের ঘোষণা দেয় তাহলে সত্যিই সে হবে জাহান্নামের কুকুর। যেমন যদি বলে তাদের নেতৃত্বকে বায়আহ দেওয়া এই দ্বীনের একটি বুনিয়াদ। অথচ নিশ্চয়ই প্রথম আয়াতে সেই ব্যক্তির ঈমানের দলিল পরিস্কার রয়েছে যে হিজরাহ ও বায়আহ ছেড়ে দিয়েছে।

ইমামের একশান সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আর এই সক্ষমতা কমজোর বা শক্তিশালি হতে পারে। আর এ বিষয়টার প্রতি যে ব্যাপারগুলো নির্দেশ করে সেগুলো হল:

(ক) আক্বাবায় যে ভিত্তির উপর বায়আহ সংঘটিত হয়েছিল সেটা। দিত্বীয়ত এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাসূলকে সা. রক্ষা করা, নিরাপদ রাখা। এর অর্থ হল মদীনায় যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তাকে রক্ষা করতে ঝাপিয়ে পড়া। মুসনাদে উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণীত :

"নিশ্চয়ই আমরা রাসুলুল্লাহর কাছে বায়আহ দিয়েছিলাম শুনার ও মানার, সক্রিয় বা নিস্ক্রিয় অবস্থায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ও কষ্টে খরছ করার। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেদের, এবং আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে কথা বলব এবং সমালোচকদের সমালোচনার পরওয়া করব না। এবং আমরা আল্লাহর রাসূলকে সা. সাহায্য করব যখন তিনি ইয়াসরিবে আসবেন যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে, স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে রক্ষা করব। এবং আমাদের জন্য হবে জান্নাত। আর এটা ছিল আল্লাহর রাসূল সা. এর বায়আহ যার উপর আমরা তাকে বায়আহ দিয়েছিলাম।

(খ) বদরের সময় বানিজ্যদলের পরিবর্তে যখন রাসূল সা. কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি হলেন তখন মদীনার লোকদের উপর তার নেতৃত্বের একশান হিসেবে তাদের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। বোখারী ও মুসলিমে এ ব্যাপারে বিস্তারিত এসেছে।

"নবী সা. বদরে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন এবং আবু বকর সেদিকে ইশারা করলেন, অতপর তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং উমর সেদিকে ইশারা করলেন। এরপর তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করলেন তখন কিছু আনসার বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল সা. এ সিদ্ধান্ত আপনার উপর। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদের নির্দেশ দেন সাগরে ঝাপ দিতে, আমরা তাতে ঝাপ দিব..."।

(গ) উসমান রা. এর হত্যার ঘটনার পর আলী রা. কি করেছিলেন। ফিতনা ও অক্ষমতার কারনে তিনি এ থেকে নিজেকে সড়িয়ে নিয়েছিলেন। জ্ঞান আহরণকারীদের তা জানা আছে।

উমর রা. যে রুলের ব্যাপারে বলে গেছেন যা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি

"যে কেউ মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে আনুগত্যের বায়আহ দেয়, তাহলে তাকে বায়আহ দেয়া হবে না এবং যে তাকে বায়আহ দিয়েছে তাকেও বায়আহ দেয়া হবে না। তাদের দুজনকেই হত্যা করা হবে"।

(1) অর্থ্যাত ইমামকে বায়আহ দেয়ার বিষয়টি একজনের মাধ্যমে হবে না। অন্য অর্থে দুই বা তিনজনের মাধ্যমেও নয়। বরং তা প্রমাণ করেছে নির্দিষ্ট কিছু লোকের দ্বারা খিলাফাহর বায়আহ অন্য লোকদের উপর আরোপ করা যাবে না। আর এখানেই কিছু লোক ভূল করে। তারা মনে করে যখনই কিছু লোক খিলাফাহর জন্য বায়আহ দিয়ে দিবে তখনই তা এর পরিভাষার হক্বদার হয়ে যায় এবং মুসলিমদের উচিত তা গ্রহণ করে নেয়া। অন্যদিকে আল-ফারুক্ব নির্দেশ দিচ্ছেন মুসলিমদের সাথে পরামর্শ না করে এতে একমত না হতে। আর এটা আমরা আগেই পরিস্কার করেছি যে, 'মুসলিম' মানে তাদের মধ্যকার জ্ঞানি লোকেরা এবং যাদেরকে শুরা বা আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ বলা হয়। অতএব আল ফারুক্বের নির্দেশ অনুসারে যারা বায়আহ দেয়নি তাদের

বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আরো বড় পথভ্রষ্টতা হবে। কারন যে উমর রা. যা নির্দেশ করেছেন তা মানতে গিয়ে এতে একমত হয়নি, তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বরং তার প্রশংসা করা উচিত।

আর যে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সে প্রকৃতপক্ষে উমর আল ফারুকের ফিক্বহের বিরুদ্ধে দাড়াল। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে আল ফারুক্ব তা রাসূল সা. এর সিনিয়র সাহাবাদের সামনে বলেছিলেন এবং কেউইই তার বিরোধীতা করেননি। কেননা তারা জানতেন এটিই আল্লাহর দ্বীন এবং এর বিপক্ষে যা কিছু তা পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার ধর্ম।

(২) যখন মানুষ এই অবস্থায় থকবে যে শক্তির মাধ্যমে কর্তৃত্ব অর্জন করে করে প্রতিষ্টা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, যেমন আমাদের যুগের বর্তমান অবস্থা, এবং কেউ কেউ কোন কোন ভুমি ও লোকদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করেছে এবং অন্যরাও তাদের মত। এমতাবস্থায় এদের একজন যদি সামনে গিয়ে নিজেদের নেতৃত্বের ঘোষণা দেয়, যে তারাই খিলাফাহ। অতএব অন্যদেরকে রেখে তাদেরকে নির্বাচিত করতে হবে তাহলে কিন্তু বিষয়টার সমাধান হবে না। উপরোক্ত উদৃতি ঠাহর করতে পারলে যারই জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে বুঝতে পারবে এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া একটা শিশুবৎ এবং অপরিপক্ক আচরণ।

(৩) রসূলের সা. হাদীস যা সহীহ মুসলিমে এসেছে। তারা উপস্থাপন করে তাদের পক্ষে।

"বনী ইসরাঈলের লোকেরা রাজনৈতিকভাবে নবীগণ দ্বারা চালিত হত। যখন একজন নবীর ইন্তেকাল হত আরেকজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। এবং আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না খলীফা আসবেন এবং তারা অনেক হবেন"। তারা বললেন, "তাহলে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন?" তিনি বললেন, "প্রথমজনের বায়আহ পূর্ণ কর এবং আল্লাহ তাদের যা অধিকার দিয়েছেন তা তাদেরকে দাও। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে তারা কি কাজে যুক্ত ছিল সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।"

তারা যা দাবি করে এ হাদীস কিন্তু এর প্রমাণ বহন করে না। কারন-

(ক) এ হাদীসে খলীফাদের কথা বলা হয়েছে যারা অলরেডি শাসন করছেন। এর মানে অলরেডি মানুষের উপর তাদের শাসন চলছে। এই লোকদের মত নয় যারা এমন একজনের উপর তা এপ্লাই করেছে যার তেমন কর্তৃত্ব নেই। তারা নিজেদেরকে বা অন্য লোকদেরকে নিরাপত্তা দিতেই ব্যর্থ। আর পূর্বে আমরা যেমন আলোচনা করেছি যে রাসূল সা. বলেছেন "নিশ্চয়ই ইমাম হলেন ঢালস্বরুপ"।

(খ) বায়আহ বাধ্যতামূলক তার জন্য যে তা দিয়েছে, অন্যদের জন্য নয়। আর তা হাদীসে বলা হয়েছে, "প্রথমজনের বায়আহ পূর্ণ কর"। সুতরাং অন্যদের উপর তা কিভাবে বর্তায়?

(গ) প্রত্যেক কর্তৃত্বের প্রত্যেক দাবিকারীর উপর এই হাদীস প্রযোজ্য। তাই যে পুর্বের অর্থ অনুসারে অর্থ্যাত খলীফাকে বায়আহ দেয়ার পরিভাষার মত বুঝেছে সে আসলে অজ্ঞতায় নিপতিত। যেহেতু এর প্রকৃত অর্থ সাধারন সেন্সে বুঝায়, অথরিটির জন্য প্রথম বায়আহ যা অন্যগুলোর উপর থাকবে। তারা যদি এ নিয়ে চিন্তা করত তাহলে খুজে পেত যে আসলে তাদের বায়আহই অবৈধ যেহেতু তা পরে এসেছে। নিশ্চয়ই এর পূর্বে অনেক আনুগত্যের বায়আহ সংঘটিত হয়েছে এবং এর মধ্যকার কিছুর মৃত্যু ঘটেছে ও কিছু এখনও বিদ্যমান আছে।

এ বায়আহগুলো ছিল শুনার ও মানার জন্য। দ্বীনের কিছু কিছু ব্যাপারে। তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী। এবং প্রত্যেক বায়আহ যা একজনের ক্ষমতার ভিতরে নেই তা হল অহংকার এবং ক্রমে সেটার মাধ্যমে যদি অন্যদের উপর খিলাফাহর বায়আহ বুঝানো হয় তাহলে তা হবে ভূল। আর যারা এধরনের মতামত রাখে এইসব লোকদের শর্ত হল তারা মনে করে যে, যে কোন দল যাদের কিছু ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে এবং তাদের সাথে শরিয়াহর একশান নিতে একটি বায়আহও আছে যাতে তাদের সক্ষমতার বর্ণনা লিখা। এবং অপরিচিত ও দূর্বল ব্যক্তি যার কোন ধরনের নেতৃত্ব গ্রহণেরও যোগ্যতা নেই, এমনকি সালাহ'র ইমাম হওয়ারও, আর সে যদি হয় কুরাইশি! এরপর আরেকজন এল, অন্যকথায় এমন একজন নেতৃত্বের একশনের যার আংশিক কিংবা পুর্ণ ক্ষমতাও নেই, এসে তাকে খিলাফাহর বায়আহ দিয়ে দিল আর যেহেতু তাদের মতে সেই সর্বপ্রথম! অতএব তাকে বায়আহ দেওয়া সকল লোকের উপর বাধ্যতামূলক। তাদেরকেও দিতে হবে যাদের কিছু শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে।

সন্দেহ নেই এই যদি হয় অবস্থা তাহলে এটি হবে হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞতা। আর খিলাফাহর পরিভাষা হয়ে যাবে ভ্যালূহীন ও অন্ত:সারাশূণ্য। জানা কথা শরিয়াহ অনুযায়ী চুক্তি তার অর্থ ও উদ্দ্যেশ্য দ্বারা বুঝানো হয়, শব্দ ও বাক্য দ্বারা নয়।

পরিশিষ্ট

সবশেষে বলব যে, "ইসলামিক ষ্টেইট অব ইরাক" নামের যে দলটি নিজেদেরকে "খিলাফাহ ষ্টেইট" হিসেবে দাবি করেছে তা বিভিন্ন দিক থেকে বাতিল। এবং তা ঘটেছে সেইসব লোকদের অজ্ঞতা থেকে যারা মূলনীতির সাথে তার শাখাকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারেনি। অতএব আমি এর ব্যাখ্যায় বলব:

(১) আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে নেতৃত্বের বিষয়টা সম্মতি ছাড়া আসবে না। আর তা প্রতিষ্ঠিত হবে না শুরার লোকদের যাদের কাছে কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের ঐক্যমত ছাড়া। সকলের জানা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথের মুজাহিদীনরাই হলেন শাওকাহর (শক্তি) অধিকারী লোক যারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে, সিরিয়া ও ইয়ামানে, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়ায়

আল্লাহর শত্রুদের দমন করে যাচ্ছেন। আর খিলাফাহ আহ্বানের ব্যাপারটা তাদের সাথে দূর দুরান্তেরও সম্পর্ক নেই। তাদের অফিসিয়াল স্পোকসমেনদের দেয়া স্ট্যটম্যন্ট অনুসারে একটি গ্রুপ ছাড়া কোন গ্রুপই বায়আহ দেয়নি। এবং আল-ফারুক্ব রা. এর নির্দেশ মুতাবেক ও পূর্বে আলোচিত ফিক্বহ অনুসারে শুরা ছাড়া যাকে বায়আহ দেওয়া হয়েছে এবং যে বায়আহ দিয়েছে তাদেরকে সম্মতি দ্বানের অবৈধতার ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে। বরং ফিক্বহ অনুযায়ী, "তাদের দু'জনকেই হত্যা করা উচিত"।

অতএব এই দল "ইসলামিক ষ্টেইট" সাধারণ মুসলিমদের উপর যাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, তারা তদের আওতার বাইরের মুসলিমদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আসলে আমরা তাদের ব্যাপারে যদি ভালো চিন্তা না করতাম তাহলে এই টপিকের আওতায় তারা বিবেচনাধীনই নয়। অন্যথায় তাদের মধ্যে চরমপন্থা, পথভ্রষ্টতা, দূর্নীতি ও রক্তের পিপাসার মতো যেসব মন্দ রয়েছে - আমি বলি এ টপিকের ব্যাপারে তারা মুসলিমদের মধ্যকারই একটি সমাজ হিসেবে বিবেচিত হবে, স্বয়ং তারাই মুসলিম সমাজ যাকে খিলাফাহ বা বড় নেতৃত্ব বলা হয় তারা তা নয়। সুতরাং আনুগত্যের তাদের এমন বায়আহ বাধ্যতামূলক নয় নিছক সেসব লোক ছাড়া যারা এর আওতাধীন। আর বাস্তবতাহীন একটি নাম কোন কিছুই বদলে দেয় না।

(২) মুসলিমদের কাতার ভংগকারীকে হত্যা করার তাদের থ্রেট। এ বিষয়টাও বলা যাবে না ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত, কারন তার সা. এর বক্তব্য:

"যে কেউ তোমাদের একতা বিনষ্ঠ করতে এবং তোমাদের সমাজকে বিভক্ত করতে তোমাদের নিকট আসবে এমতাবস্থায় যে তোমরা একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন তাকে হত্যা কর"। (সহিহ মুসলিম)

এখানে পরিস্কার বলা হয়েছে "এমতাবস্থায় যে তোমরা একজন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ"। কিন্তু তারা এই হাদীস ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছে। আজকের দিন পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত এবং তাদেরকে সম্মতির মাধ্যমে অথবা তাদের উপর পূর্ণ কর্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন পন্থায় তাদেরকে একত্রিত করতে যাওয়া ভূল। এবং আমাদের বক্তব্য "পূর্ণ কর্তিত্ব" অর্জন, জোরপূর্বক অর্জনের অনুমোদন দেয় না। অনুমোদন দেয় না যারা এর বিরোধীতা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের। কেননা ফক্বিহদের দ্বারা তা শুধুমাত্র এজন্য বলা হয়েছে যাতে করে সিরিজ বিদ্রোহ না ঘটে। অতএব ঘটে যাওয়া কোন কিছুকে বৈধতা দেওয়ার বিষয়টা জায়েজ করে না তার শুরুকে; শরিয়াহর এই নীতির আলোকে যে "যা প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত নয় তা হয়ত অনুমোদিত হবে যদি তা অলরেডি ঘটে যায়"।

(৩) তাদের দল ছাড়া বিভিন্ন ভূমির সকল দলকে বাতিল ঘোষণা দেয়া। খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়ার কারন ব্যাতিত আর কোন কারণ নেই তাদের এই জালিয়াতির। এবং পূর্বে তাদের বর্ণনা করা কারণসমূহ পরিস্কার করেছে তাদের দূর্নীতিগ্রস্থ প্রবৃত্তিকে। অতএব কোন বাধ্যবাধকতা শুধু ঘোষণার মাধ্যমে বা নাম দেওয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয় না।

(৪) তাদের অবস্থা প্রমাণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যারা গিয়েছে, ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধের জন তাদের উম্মাদনাকে। আর এই যুদ্ধ একটি বিরাট অপরাধ, বিরাট গোনাহ, যে কোন কারনেই হোক না কেন, হোক তা কর্তিত্ব পাওয়ার জন্য বা অন্য কোন কারনে। আর তারা যদি তাদের বিরোধিতাকারীদের কাফের ঘোষণা দেয়, তাহলে সন্দেহ নেই এটা খারেজীদের ধর্ম।

(৫) তাদের অবস্থা দেখে এটা পরিস্কার যে তাদের পরিচালনাকারীরা চরম্পন্থি ও বাদআতী লোক। তা তারা অলরেডি প্রমাণ করেছে ও এটা সম্পুর্ণ স্পষ্ট। আর তাদের মাঝে বিরাট অজ্ঞতা রয়েছে কেননা তাদের মধ্যে কোন উলামা নেই যারা এই বিরাট বিষয়টার হাল ধরবেন যেটাকে তারা বিশাল খিলাফাহ হিসেবে দাবি করছে। এবং এমনকি পরবর্তীতে যদ তারা ইরাকে কিছুটা কর্তিত্ব অর্জন করেও, আল্লাহ বলেন

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

"আমার অংগীকার (নেতৃত্ব প্রদানের) সীমালংঘনকারীদের উপর এপ্লাই হবে না"। (২:১২৪)

এই আয়াতের আওয়াতায় উম্মাহর আলেমরা একজন জালেমকে কর্তৃত্ব দেওয়ার অবৈধতার বর্ণনা দিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করে গেছেন। এবং যদিও তারা অপবিত্র যিন্দিক্বদের (কাফির) শায়েস্তা করুক না কেন, এটা ভিন্ন সাবজেক্ট এবং মুসলিমদের রাজনীতি ও নেতৃত্বের ব্যাপারটা ভিন্ন বিষয়।

এই লোকদের তাদের মুজাহীদ ভাইদের প্রতিই কোন দয়া নেই, তাহলে গরীব ও অভাবগ্রস্থদের প্রতি তাদের কি আচরণ হবে, এবং তাদের সাধারণ জনগণের মধ্যকার দূর্বল লোকদের প্রতি....? নিশ্চয়ই আমাদের আলেমরা খারেজী কমান্ডারদের অধীনে জিহাদের অনুমোদন করে গেছেন, যেমন মালিকি আলেমরা করেছিলেন। কিন্তু তারা খারেজী শাসকের বৈধতা দিয়ে যাননি যাদের আসল কাজ মানুষকে হত্যা করা, তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা তাদের তত্বাবধান করা নয়।

(৭) নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো যিনদিক্বদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলা হয়নি, কারণ এটা প্রশংসনীয় ব্যাপার। যিনদিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদে তারা কি একাকী থাকত, না বরং এই ব্যক্তি যুদ্ধ করত না তাদের ছাড়া অন্য কোন ব্যানারের আওতায়। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মেজর লিডারশীপের, যা তারা দাবি করেছে পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিমদের উপর। আর তা ধর্মীয় ও জ্ঞানের আলোকে বাতিল এবং সন্দেহ নেই এর মন্দ ফলাফলও রয়েছে।

(৮) ইরাকে তাদের কিছু প্রতিষ্টা পাওয়া খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রগামিতা দেয় না। নিশ্চয়ই নিষ্ঠাবান বিজ্ঞ মোল্লা মোহাম্মাদ উমর "পূর্ণ প্রতিষ্ঠা" অর্জন করেছেন এবং সোমালিয়া, ইয়ামান ও মালি'র মুজাহিদীনরাও অর্জন করেছেন। অথচ তাদের চিন্তা ও জ্ঞান এই অজ্ঞতা ও বিভ্রমে পতিত হয়ে হয়ে মেজর খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়া থেকে অনেক দূরে ছিল যা দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এর কারন দ্বীনি পরিভাষাগুলো হয় দুনিয়াবি বাস্তবতার জন্য ডিজাইন করা অথবা ধর্মীয় বাস্তবতায়। আর তা যদি শূণ্যতার মাঝে এপ্লাই করা হয় তাহলে এটা হল রাফিদিয়া ও বাতেনিদের ধর্ম।

(৯) নিশ্চয়ই, এই দলের (আইএস) অফিসিয়াল স্পোকসম্যান যখন প্রাজ্ঞ আইমান আল জাওয়াহিরীর সাথে তার বিতর্ক হয় তখন খিলাফাহর ঘোষণা দেওয়ার জন্য ডিমান্ড করেছিল। তখনও তারা ইরাকে তাদের বিজয়গুলো ও স্বর্গীয় প্রতিভা অর্জন করেনি। অতএব তা প্রমাণ করে খিলাফাহর সাবজেক্টে তাদের অজ্ঞতার মূল আরো পূর্ব থেকে ছিল। অতএব ক্ষমতার স্থিতিশিলতা বা অন্য কোন ইস্যু যুক্তি হিসেবে তাদের কাছে খাটবে না।

(১০) শেষ করতে গিয়ে বলব এই গ্রুপটি আসলে খিলাফাহ ইস্যুতে একটি বেদআতি গ্রুপ। আর তা আমরা বুঝতে পারি মুসলিমদের বিশেষ করে তাদের মধ্যকার মুজাহিদীনদের হত্যা করতে তাদের উম্মত্ততা থেকে। আর এখনও তারা পূর্বের মত। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের এই নেশা বাড়ছে, বিশেষ করে ইরাকে তাদের কিছু কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা হওয়ার পর, যদিও যা ঘটেছে তা দৈব গিফট, কারন কেউ আত্তসমর্পণ করেছে এবং কিছু এরিয়া কোন যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয়েছে। এটা ছিল বিরাট অনুগ্রহ যার জন্য উচিত ছিল কৃতজ্ঞতা, নিরহংকারীতা ও শালীনতা প্রদর্শন করা, ঔদ্ধত্য ও বিরোধীদের হত্যার উম্মত্ততার উর্ধ্বগতি নয়।

সহানুভূতি পাওয়ার আশায় এসব বলা নয়, যেহেতু এই ব্যক্তি তার জীবনে অনেক মেজর পরিবর্তন দেখেছে তাই। সে দেখেছে তাদের চেয়ে বড় শক্তিকে একমূহুর্তে ধ্বংস হতে। অবশ্য তাদের ব্যাপারে এমন ঘটুক আমরা তা চাই না কারন আমরা জানি যারা ইরাকে তাদের বদলে আসবে তারা হল যিনদিক্ব। কিন্তু কথা হল মু'মিনদের জন্য বিজয় বয়ে আনে ভয় ও নম্রতা। যেমন আমরা দেখেছি আমাদের নেতা মোহাম্মাদ সা. এর ক্ষেত্রে, যখন তিনি বিজয়ী হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন এবং আল-ফারুক্বের রা. এর অবস্থা যখন খসরুর কোষাগার তার পায়ে এসে পড়েছিল।

এবং আমরা এমন এক সময়ে উপস্থিত যার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন বিরতিহীন একটার পর আরেকটি ঘটনা ঘটতে থাকবে। এর মানে স্বল্প সময়ের ভিতরে অনেক ঘটনা ঘটে যাবে। এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

♦️ যেহেতু এটি (আইএস) একটি বেদআতি দল সুতরাং তাদের অধীনে অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া যুদ্ধ করা হবে না। আর তাদের বেদআত বেড়েছে যখন তারা দাবি করল তারাই স্বয়ং মুসলিম সমাজ এবং তাদের নেতা হলো মুসলিমদের একমাত্র নেতা, তাদের নেতা ছাড়া অন্য সবাই অবৈধ যা শুধু একটা দাবিই কোন ভিত্তি ছাড়া। অতএব মহান আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে যার জ্ঞান রয়েছে এমন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় এ বিষয়ে তাদের সাথে মতানৈক্য করা। তাদের দলে যারা বুদ্ধিমান তাদের দায়িত্ব এদেরকে আরো বেশী চরম্পন্থি হওয়া থেকে বাধা দেওয়া যদি তারা তাদের জন্য ও তাদের ভাইদের জন্য ভালো চায়।

অতএব তাদেরকে ছেড়ে দিন সৎকর্ম করতে অথবা অন্য কিছুতে, আল্লাহর হুকুম তাদের উপর এবং তারা ছাড়া অন্যদের উপরও পড়বে। নিশ্চয়ই কর্তৃত্বে তাদের চেয়ে শক্তিশালীরা এসেছে এবং গতও হয়েছে।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

এবং আল্লাহর কাজে তার নিজের পূর্ণ ক্ষমতা ও কন্ট্রোল রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (১২:২১)

তাড়াহুড়োর মধ্যে এটাই আমি লিখতে পেরেছি এবং মনে করি জ্ঞান আহরণকারীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে যদি আল্লাহ চান। আর এর উপর যারা চিন্তা করবে সত্য বুঝতে পারবে। এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের।